আল-ফিরদাউস সাপ্তাহিকী

সংখ্যা: ৩৩ | আগস্ট ৩য় সপ্তাহ, ২০২০

সূচী

আল-আকসা মসজিদে আবারো হামলা চালিয়েছে সন্ত্রাসী ইসরাইল, বিমান হামলা, হত্যাসহ বাড়িঘর ভাংচুর	০১
নিখোঁজ তিন কাশ্মিরিকে হত্যা ভারতীয় সেনাবাহিনীর, এ পর্যন্ত নিহত শতাধিক মুক্তিকামী	০২
ভারতে মহানবী(সা.)কে নিয়ে কটূক্তিকারীর বিরুদ্ধে আন্দোলন করায় ৩ মুসলিমকে গুলি করে হত্যা, 'জয় শ্রীরাম'না বলায় মুসলিম বৃদ্ধকে মারধর	০২
সোমালিয়ায় কুফফার বাহিনীর ভিত ধ্বংস করে দিচ্ছেন আল কায়েদার মুজাহিদগণ, মেয়রসহ নিহত উচ্চপদস্থ বহু কর্মকর্তা	০৩
পাকিস্তানে মুরতাদ সরকারি বাহিনীর উপর মুজাহিদদের ৭ টি সফল হামলা, গোয়েন্দা অফিসারসহ নিহত বহু কুফফার	০৪
আফ্রিকার মালিতে মুরতাদদের উপর হামলা বাড়িয়েছেন আল কায়েদার মুজাহিদীন, দখল বিস্তীর্ণ এলাকা	০৫
ইয়ামানে কুফফারদের থেকে অনেক এলাকা দখলে নিলেন মুজাহিদীন, সামরিকযানসহ বিপুল পরিমান গনিমত লাভ	০৭

ফিলিস্তিন

আল-আকসা মসজিদে আবারো হামলা চালিয়েছে সন্ত্রাসী ইসরাইল, বিমান হামলা, হত্যাসহ বাড়িঘর ভাংচুর

ইসলাম ও মুসলমানদের তৃতীয় পবিত্রতম মসজিদ আল আকসায় হামলা অব্যাহত রেখেছে ইহুদিবাদী সন্ত্রাসীদের অবৈধ রাষ্ট্র ইসরাইল। গত সোমবার ১০ আগস্ট আল-আকসা মসজিদে হামলা চালানোর পর মসজিদের পূর্বাংশে জড়ো হয় ইহুদিরা।

ফিলিস্তিনের প্রত্যক্ষদর্শীরা বলেছেন, উগ্রপন্থী ইহুদী নেতা রেডিকেল রাব্বি ইয়াহুদা গ্লিকের নেতৃত্বে ইসরাইলি বাহিনীর প্রত্যক্ষ সহায়তায় আল-মুগরাবী গেট দিয়ে প্রবেশ করে হামলাকারীরা। এ সময় মুসল্লিদের মসজিদে প্রবেশে বাঁধা ও হামলা চালানো হয়।

অন্যদিকে ইহুদিবাদী সন্ত্রাসীদের অবৈধ রাষ্ট্র ইসরাইল কর্তৃক অবৈধভাবে পূর্ব জেরুসালেমের এক ফিলিস্তিনি পরিবারকে তাদের নিজের বাড়ি ভেঙে ফেলতে বাধ্য করা হয়েছে।

রায়ে বলা হয়েছে, ফিলিস্তিনি বাসিন্দা ইবরাহীম আবু সাইবাকে তার নিজ বাড়ি নিজেই ভেঙে ফেলতে হবে। রায় অমান্য করলে গুনতে হবে মোটা অংকের জরিমানা এবং দিতে হবে বাড়ি ভাঙার খরচও।

উল্লেখ্য, ইসরাইল কর্তৃক অবৈধভাবে দখলকৃত পূর্ব জেরুসালেমের পুরো অঞ্চলটি ইসরাইলি সামরিক ও প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণের অধীনে 'এরিয়া সি' হিসাবে চিহ্নিত করেছে। যার ফলস্বরূপ নিয়মিতভাবে এই অঞ্চলে ফিলিস্তিনিদের বাড়িঘর ভেঙে ফেলাসহ বিভিন্ন ধরনের নিপীড়ন চালিয়ে যাচ্ছে অভিশপ্ত ইয়াহুদিরা।

এবছর ২০২০ সালেই অধিকৃত পশ্চিম তীর এবং পূর্ব জেরুসালেমে ফিলিস্তিনিদের ৩১৩ টি বাড়ি ভেঙে দিয়েছে ইহুদিবাদী ইসরাইলের সন্ত্রাসী সেনাবাহিনী।

এছাড়া অভিশপ্ত এই ইয়াহুদীরা নিরপরাধ ফিলিস্তিনি মুসলমানদের উপর বিমান হামলাও চালিয়েছে। এতে ব্যাপক ক্ষতির সম্মুখীন হন মুসলিমরা। অন্যায় হত্যার অংশ হিসেবে এক মুসলিম তরুণীকেও গুলি করে হত্যা করেছে এই বিশ্ব সন্ত্রাসী বাহিনী।

নিখোঁজ তিন কাশ্মিরিকে হত্যা ভারতীয় সেনাবাহিনীর, এ পর্যন্ত নিহত শতাধিক মুক্তিকামী

কাশ্মিরে নিখোঁজ তিন তরুণের পরিবার অভিযোগ করেছে ভারতীয় সেনাবাহিনীর সাজানো অভিযানেই ওই তিন তরুণ নিহত হয়েছেন। গত ১৮ জুলাই দক্ষিণাঞ্চলীয় সোপিয়ান জেলায় এক অভিযানে নিহতদের ছবি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ার পর ওই তরুণদের শনাক্ত করে তাদের পরিবারের সদস্যরা। ভারতীয় সেনাবাহিনীর দাবি, ওই অভিযানে নিহতরা পাকিস্তানি সন্ত্রাসী। তবে পরিবারের দাবি, কাজের খোঁজে বের হয়ে যাওয়ার পর থেকেই এই তরুণেরা নিখোঁজ ছিল। তাদের নির্দোষ প্রমাণে মোবাইল ফোনের কলরেকর্ড ও আগের আচরণ তদন্তের দাবি তুলেছেন তারা। কাতারভিত্তিক সংবাদমাধ্যম আল জাজিরার প্রতিবেদন থেকে এসব তথ্য জানা যায়।

এ বছর কাশ্মিরের স্বাধীনতাকামীদের বিরুদ্ধে বর্বর অভিযান চালাচ্ছে ভারতীয় সেনাবাহিনী। জানুয়ারি থেকে এখন পর্যন্ত শতাধিক স্বাধীনতাকামীসহ অন্যান্য সাধারণ মুসলিম বিভিন্ন অভিযানে নিহত হয়েছেন।

ভারতে মহানবী(সা.)কে নিয়ে কটুক্তিকারীর বিরুদ্ধে আন্দোলন করায় ৩ মুসলিমকে গুলি করে হত্যা, 'জয় শ্রীরাম'না বলায় মুসলিম বৃদ্ধকে মারধর

মুসলিমদের প্রাণের স্পন্দন হযরত মুহাম্মদ (সা.) কে নিয়ে ফেসবুকে কটুক্তিমূলক পোস্ট করেছে ভারতের বেঙ্গালুরুর কাভাল বীরসান্দ্রা এলাকার এক উগ্র মালাউন। এর প্রতিবাদে বিক্ষোভ করেন নবী প্রেমী বেঙ্গালুরু মুসলিমরা। এসময় ভারতীয় মালাউন পুলিশ বাহিনী গুলি করে হত্যা করে ৩ জন বিক্ষোভকারী মুসলিমকে। গ্রেফতার করা হয়েছে আরো ১১০ জনকে।

ঘটনার সূত্রপাত গত মঙ্গলবার (১১ আগস্ট) রাতে। কংগ্রেস বিধায়ক শ্রীনিবাস মূর্তির ভাইপো "নবীন" ফেসবুকে মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহী ওয়া-সাল্লামকে নিয়ে কুরুচিপূর্ণ একটি পোস্ট করে। এই কুরুচিপূর্ণ পোস্টটি ছড়িয়ে পড়তেই হাজার হাজার নবী প্রেমী মুসলিম বিধায়কের বাড়ির সামনে বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন।

এরপর ঘটনাস্থলে আসে ডিজে হাল্লি ও কেজি হাল্লি থানার মালাউন পুলিশ। সাথে নিয়ে আসা হয় ওই এলাকায় বিশাল পুলিশবাহিনী, যেন কোন রণক্ষেত্রে তারা যুদ্ধ করতে এসেছে। এসময় ভারতের হিন্দুত্ববাদী মালাউন পুলিশ বাহিনীর সঙ্গে সংঘর্ষ শুরু হয় বিক্ষোভকারীদের। বিক্ষোভকারীদের ছত্রভঙ্গ করতে প্রথমে লাঠিচার্জ, কাঁদানে গ্যাস ব্যবহার করলেও, এর কিছুক্ষণ পরেই বিক্ষোভকারীদের লক্ষ্য করে গুলি চালাতে শুরু করে মালাউন পুলিশ বাহিনী। ভারতের এনডিটিভি ও আনন্দবাজার পত্রিকার তথ্যমতে, মুসলিমরা থানায় মামলা করতে চাইলে মামলা নেয়নি মালাউন পুলিশ, বিপরীতে গুলি করে হত্যা করা হয় তিন জন বিক্ষোভকারীকে।

এছাড়াও বেঙ্গালুরু মালাউন পুলিশ বাহিনী ১১০ জন বিক্ষোভকারীকে গ্রেফতার করেছে।

এদিকে, পোস্ট দাতার ব্যাপারে সাজানো হয়েছে অ্যাকাউন্ট হ্যাকড হওয়ার গল্প। টুইটারের এক পোস্টে বেঙ্গালুরু পুলিশ জানায়, ডিজি হাল্লি ও কেজি হাল্লিতে সংঘাত হয়েছে। বিক্ষোভকারীদের সরিয়ে দিতে পুলিশ লাঠিচার্জ, টিয়ারগ্যাস ও গুলি ব্যবহার করেছে।

অন্যদিকে ভারতীয় সীমান্ত বাহিনী বিএসএফ এক ভারতীয় মুসলিম কিশোরকে গুলিতে গুলি করে হত্যা করেছে। ঘটনাটি ঘটেছে ভারতের কোচবিহারের বালাভুতের, এর জেরে এখনো উত্তপ্ত ওই এলাকা। দফায় দফায় চলছে বিক্ষোভ।

এছাড়াও ভারতের রাজস্থানে 'জয় শ্রী রাম' ও 'মোদি জিন্দাবাদ' না বলায় এক মুসলিম অটো চালককে বেধড়ক মারধর করেছে হিন্দুত্ববাদী সন্ত্রাসীরা।

গফফার আহমেদ কাছওয়া (৫২) নামে ওই অটোচালকের কাছে থেকে নগদ ৭০০ টাকা ও হাত ঘড়িও ছিনিয়ে নেয়া হয়েছে। অভিযোগপত্রে ক্ষতিগ্রস্ত অটো চালক গফফার আহমেদ জানান, এক ব্যক্তি তাকে 'মোদি জিন্দাবাদ' ধ্বনি দিতে বলেন। তিনি তা অস্বীকার করলে তাকে সজোরে চড় মারা হয়। এরপরেই তিনি গাড়ি নিয়ে সিকারের দিকে পালানোর চেষ্টা করেন। কিন্তু তারা গাড়ি অনুসরণ করে জগমালপুরার কাছে তাকে আটকায়।

তিনি বলেন, এসময় জোর করে আমাকে গাড়ি থেকে নামিয়ে বেধড়ক মারধর করা হয় এবং তারা আমাকে জোর করে 'মোদি জিন্দাবাদ' ও 'জয় শ্রী রাম' ধ্বনি দিতে বলে। মারধরের পাশাপাশি তাকে পাকিস্তানে পাঠানোর হুমকি দেয়া হয় বলে তিনি জানান।

পূর্ব আফ্রিকা

সোমালিয়ায় কুফফার বাহিনীর ভিত ধ্বংস করে দিচ্ছেন আল কায়েদার মুজাহিদগণ, মেয়রসহ নিহত উচ্চপদস্থ বহু কর্মকর্তা

পূর্ব আফ্রিকার দেশ সোমালিয়ায় গত সপ্তাহ জুড়ে আল-কায়েদা শাখা হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদিন প্রায় ২৪টি সফল অভিযান পরিচালনা করেছেন, এর মধ্যে ৩টি অভিযান পরিচালনা করা হয়েছে দখরদার ক্রুসেডার বাহিনীর বিরুদ্ধে, এই হামলা তিনটিতে কত সৈন্য নিহত ও আহত হয়েছে তা এখনো অস্পষ্ট।

অপরদিকে সোমালিয় মুরতাদ বাহিনীর বিরুদ্ধে মুজাহিদদের পরিচালিত ২১টি অভিযানের ১০টিতেই মুরতাদ বাহিনীর ২ মেয়র, ১১ কমান্ডার, সুরক্ষা ও গোয়েন্দা বিভাগের লেফটেন্যান্ট কর্নেল পদমর্যাদার উচ্চপদস্থ এক কর্মকর্তাসহ মোট ৬৩ সৈন্য নিহত এবং ৫৮ এরও অধিক মুরতাদ সৈন্য আহত হয়েছে। এসকল অভিযানের সময় মুজাহিদদের হামলায় ধ্বংস হয়েছে মুরতাদ বাহিনীর ৭টি বিভিন্ন ধরণের গাড়ি ও সামরিকযান। মুজাহিদগণ গনিমত লাভ করেছেন ২টি গাড়ি, ৬টি ক্লাশিনকোভ ও ২টি মেশিনগানসহ প্রচুর পরিমাণ অন্যান্য যুদ্ধাস্ত্র ও গুলাবারুদ। মুজাহিদগণ বিজয় করেছেন মুরতাদ বাহিনী থেকে ২টি ঘাঁটি ও একটি শহরসহ বিস্তির্ণ এলাকা।

এদিকে গত ১০ আগস্ট দেশটির রাজধানীর কেন্দ্রীয় কারাগারেও একটি সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে। দেশটির সরকারি বাহিনীর তথ্যমতে উক্ত সংঘর্ষের ফলে তাদের উচ্চপদস্থ ৫ সেনা অফিসারসহ মোট ২০ সেনা সদস্য নিহত হয়েছে, গুরুতর আহত হয়েছে আরো অনেক সৈন্য। পশ্চিমা সমর্থিত সোমালীয় মুরতাদ সরকারের মুখপাত্র মুখতার অরুঙ্গু কারাবন্দী ও কারাগারের নিরাপত্তা কর্মকর্তাদের মধ্যে সংঘর্ষের বিষয়টি নিশ্চিত করেছে। সে এই হামলার জন্য আল-কায়েদা শাখা হারাকাতুশ শাবাবকে দায়ি করেছে, তবে আল-কায়েদা ততক্ষণাৎ এই হামলার দায় স্বীকার করেনি

অপরদিকে সোমালিয়ার পৃথক দুটি অঞ্চল থেকে ৯ সোমালীয় সৈন্য সাসরিক বাহিনীতে থাকা নিজেদের পদ থেকে পদত্যাগ করার মাধ্যমে হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদদের সাথে এসে মিলিত হয়েছেন, যারা নিজেদের ভুল বুঝতে পেরে আন্তরিক তওবার মাধ্যমে মুজাহিদদের কাতারে এসে মিলিত হয়েছেন।

পাকিস্তান

পাকিস্তানে মুরতাদ সরকারি বাহিনীর উপর মুজাহিদদের ৭ টি সফল হামলা, গোয়েন্দা অফিসারসহ নিহত বহু কুফফার

পাকিস্তানের শীর্ষস্থানীয় জিহাদি গোষ্ঠী তেহরিক-ই-তালিবান পাকিস্তান ও তাদের অঙ্গসংগঠন হিসাবে পরিচিত হিজবুল আহরার এর মুজাহিদিন গত সপ্তাহে পাকিস্তান জুড়ে দেশটির মুরতাদ সরকারি বাহিনীর বিরুদ্ধে প্রায় ৭টি সফল অভিযান পরিচালনা করেছেন। অফিসিয়াল রিপোর্ট অনুযায়ী, গত ৬ আগস্ট বুধবার দ্বিপ্রহরের সময় পাক-আফগানের দেরপান্ডে সীমান্তে অবস্থিত মুরতাদ পাকিস্তানী সেনাদের ৮টি পোস্টে ভারী অস্ত্র দ্বারা সফল হামলা চালিয়েছেন টিটিপি এর জানবায মুজাহিদগণ। যার ফলে মুরতাদ বাহিনীর পোস্টগুলো ধ্বংস এবং বড় ধরণের ক্ষয়ক্ষতির পাশাপাশি প্রাথমিক সংবাদ অনুযায়ী ৭ সৈন্য ঘটনাস্থলেই নিহত হয়েছে। ধারণা করা হচ্ছে হতাহতের পরিসংখ্যান আরো অনেক বেশি। এই অভিযানে মুরতাদ বাহিনীর বিরুদ্ধে মুজাহিদগণ স্নাইপার, তুপ-কামান, ক্লাশিনকোভ, 60mm, 75mm, 81mm, 82mm, spg2, spg9, atr82, BM, অস্ত্রশস্ত্র ব্যাবহার করেন।

একই দিনে অর্থাৎ ৬ আগস্ট, পাকিস্তানের উত্তর ওয়াজিরিস্তানের বুর্কায়ী সীমান্ত এলাকায় শরিয়াতের দুশমন পাকিস্তানী মুরতাদ বাহিনীকে টার্গেট করে একটি সফল মাইন হামলা চালিয়েছেন টিটিপির মুজাহিদগণ, যার ফলে পাকিস্তানী মুরতাদ বাহিনীর ১ সৈন্য নিহত এবং ২য় এক সৈন্য আহত হয়। এরপর গত ১০ আগস্ট পাকিস্তানের বাজুরএজেন্সীর সালার্জু সীমান্তে দেশটির মুরতাদ সরকারি বাহিনীর একটি ক্যাম্প টার্গেট করে সফল মিসাইল হামলা চালিয়েছেন টিটিপির মুজাহিদগণ। যা সরাসরি মুরতাদ বাহিনীর ক্যাম্পে গিয়ে আঘাত হানে। যার ফলে পুরো ক্যাম্প অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়ে যায়। মুজাহিদগণ খুব দৃঢ়তার সাথেই বলছেন যে, উক্ত হামলায় মুরতাদ বাহিনীর জান-মালের অনেক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। একইদিনে, অর্থাৎ গত ১০ আগস্ট সোমবার, পাকিস্তানের বেলুচিস্তান প্রদেশের চমন শহরের মল রোডে দেশটির মুরতাদ গোয়েন্দা সংস্থা আইএসআই এর অফিসারদের টার্গেট করে মোটরবাইক বোমা হামলা চালিয়েছেন হিজবুল আহরার এর জানবাজ মুজাহিদিন।মুজাহিদদের উক্ত মোটরবাইক বোমা বিস্ফোরণে এক আইএসআই অফিসারসহ পাঁচ মুরতাদ সৈন্য নিহত হয়েছে। আহত হয়েছে আরো বেশ কিছু মুরতাদ সৈন্য। এসময় মুরতাদ বাহিনীর একটি গাড়িও ধ্বংস হয়ে গিয়েছিলো।

এর আগে অর্থাৎ গত ৯ আগস্ট, দক্ষিণ ওয়াজিরিস্তানের দাতা-খাইল সীমান্তে ক্রুসেডার আমেরিকার গোলাম পাকি মুরতাদ বাহিনীকে টার্গেট করে সফল মাইন হামলা চালিয়েছেন। যার ফলে ঘটনাস্থলেই ১ সৈন্য নিহত হয়েছে, আহত হয়েছে আরো কতক মুরতাদ সৈন্য। সর্বশেষ গত ১২ আগস্ট, পাকিস্তানের দক্ষিণ ওয়াজিরিস্তানের শমরাই সীমান্ত এলাকার ওয়ান রোডে নাপাক বাহিনীর সামরিক গাড়ি লক্ষ্য করে একটি সফল শহীদ হামলা পরিচালনা করেছে মুজাহিদগণ। হামলার বিষয়ে তেহরিক-ই-তালেবান পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় মুখপাত্র মুহাম্মদ খোরাসানী হাফিজাহুল্লাহ্ জানিয়েছেন, টিটিপির জানবায মুজাহিদদের পরিচালিত শহিদী হামলায় মুরতাদ বাহিনীর একটি গাড়ি ঘটনাস্থলেই পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। এসময় উক্ত গাড়িতে

ব্রিগেডিয়ার ও কর্নেলসহ অন্যান্য অনেক মুরতাদ সৈন্য উপস্থিত ছিল। আম্মার আলী নামক এক ব্রিগেডিয়ার তার মাথায় গুরুতর আঘাত পেয়েছে, ৩ সেনা কর্মকর্তা ঘটনাস্থলেই নিহত হয়েছে। আর বাকি সৈন্যরা আহত হয়েছে বলে জানা গেছে।

অপরদিকে পবিত্র ঈদুল আযহার পরপরই মুসলিম উম্মাহর জন্য আরো একটি সুসংবাদ দিল তেহরিক-ই-তালিবান পাকিস্তান।পাকিস্তানের শীর্ষস্থানীয় জিহাদি গোষ্ঠী তেহরিক-ই-তালিবান পাকিস্তান এর কেন্দ্রীয় মুখপাত্র মুহাম্মদ খোরাসানী হাফিজাহুল্লাহ্ ঈদুল আযহার পরপরই গত ৬ আগস্ট মুসলিম উম্মাহ্কে একটি সুসংবাদ বার্তা জানিয়েছেন। তিনি তাঁর উক্ত বার্তায় জানিয়েছেন যে, আমির উসমান সাইফুল্লাহ্ কুর্দি শহিদ (রহ.) এর জিহাদী গ্রুপ লস্কর-ই-জাঙ্গভির যেই গ্রুপটি বর্তমানে মৌলভী খুশ মুহাম্মদ সিন্ধি (হাফিজাহুল্লাহ) এর নেতৃত্বে কাজ করছিল। আলহামদুলিল্লাহ্ তিনি তাঁর সকল সাথীদের নিয়ে তেহরিক-ই-তালিবান পাকিস্তানে যোগ দিয়েছেন এবং টিটিপির আমির মুফতী নূর ওলি ওরফে আবু মনসুর অসীম হাফিজুল্লাহর প্রতি আনুগত্যের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। তিনি ও তাঁর গ্রুপ (লস্কর-ই-জাঙ্গভির) টিটিপির ব্যানারে পাকিস্তানে ইসলামিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার জন্য এক সাথে কাজ করার প্রতিশ্রুতিও দিয়েছেন। এটি স্মরণীয় যে, মৌলভী খুশ মোহাম্মদ সিন্ধি (হাফিজাহুল্লাহ) হরকাত-ই-জিহাদ ইসলামিক এর সিন্ধ প্রদেশের আমিরও ছিলেন।

সারাবিশ্বে যখন মুসলিম যুবকরা শরিয়াহ্ ও শাহাদাতের আওয়াজকে বুলন্দ করতে জিহাদের ময়দানে অবতীর্ণ হচ্ছেন, তখন বসে নেই আমাদের পশ্চিম আফ্রিকার মুজাহিদ ভাইরাও। তারা পশ্চিম আফ্রিকা জুড়ে নিজেদের কাজকে বেগবান করতে বিভিন্ন কর্মপন্থা নিয়ে ময়দানে নেমে পড়েছেন। ছড়িয়ে পড়ছেন পশ্চিম আফ্রিকার এক দেশ থেকে অন্য দেশে। যার প্রমাণ মিলে আফ্রিকায় ক্রুসেডার আমেরিকার নেতৃত্বাধীন আফ্রিকোম জোটের গত ৬ আগস্ট প্রকাশিত এক রিপোর্ট থেকে। যেখানে তারা দাবি করেছে যে, আল কায়েদা শাখাগুলি ধীরে ধীরে পশ্চিম আফ্রিকার দেশগুলোতে নিজেদের নিয়ন্ত্রণ বৃদ্ধি করে চলছে। উক্ত রিপোর্টে আরো দাবি করা হয়েছিল যে, আল-কায়েদা শাখাগুলো ইতিমধ্যে মালি, বুর্কিনা ফাসো, গানা, সাহলুল আ'য, নাইজার, নাইজেরিয়া, বুনাই ও আল-জাযায়েরের বিস্তির্ণ এলাকার উপর নিয়ন্ত্রণ নেওয়ার পর এখন উপসাগরের সাথে সীমাবদ্ধ দেশগুলির দিকে এবং পশ্চিমে সেনেগাল এর দিকে এগিয়ে যাচ্ছে।

এরই ধারাবাহিকতায় গত ৫ আগস্ট মালির রাজধানী বামকোর উপকণ্ঠে দেশটির মুরতাদ সরকারের নিয়ন্ত্রণাধীন একটি নাইটক্লাব আক্রমণ করেছিল আল-কায়েদা শাখা জামা'আত নুসরাতুল ইসলাম ওয়াল মুসলিমিন বা (জিএনআইএম) এর জানবায মুজাহিদিন। মুজাহিদীনরা হামলা চালিয়ে জায়গাটি পুরোপুরি ধ্বংস করে

দিয়েছিলেন এবং এতে থাকা সকল প্রকার সরঞ্জামাদি ধ্বংস করে দিয়েছিলেন। এসময় মুজাহিদদের হামলায় নিহত ও আহত হয় অনেক মুরতাদ সৈন্য।

অপরদিকে গত ৮ আগস্ট মধ্য নাইজেরিয়ার কার্দুনা রাজ্যে দেশটির মুরতাদ বাহিনীর বিরুদ্ধে বড়ধরণের একটি সফল অভিযান পরিচালনা করেছেন আল-কায়েদা শাখা জামা'আত আনসারুল মুসলিমিন এর জানবায মুজাহিদিন। আলহামদুলিল্লাহ, আল-কায়েদা মুজাহিদদের উক্ত সফল অভিযানের ফলে নাইজেরিয়ান মুরতাদ বাহিনীর ২৫ এরও বেশি সৈন্য নিহত এবং ১০ এরও অধিক মুরতাদ সৈন্য আহত হয়েছে।

একই দিন অর্থাৎ ৮ আগস্ট আল-কায়েদা শাখা (জিএনআইএম) এর জানবায মুজাহিদিন নাইজারের পশ্চিম বিরোধী শহরে দেশটির মুরতাদ বাহিনীর একটি টহলরত দলকে টার্গেট করে ঐ হামলাটি চালিয়েছিলেন মুজাহিদগণ। যার ফলে কতক মুরতাদ সৈন্য নিহত এবং আহত হয়েছিল, আর বাকি সৈন্যরা নিজেদের জীবন বাঁচাতে ঘটনাস্থল ত্যাগ করেছিল। এমনিভাবে সম্প্রতি ক্রুসেডার ফ্রান্সের গোলাম মালির মুরতাদ সরকারি বাহিনীর কারাগারগুলোতে হামলা বাড়িয়েছে আল-কায়েদা মুজাহিদিন। স্থানীয় সূত্রের বরাত দিয়ে আফ্রিকা ইনফো তাদের এক রিপোর্টে জানিয়েছে, গত ১১ আগস্ট মঙ্গলবার মধ্য মালির কিম্বরানা অঞ্চলে অজ্ঞাত বন্দুকধারীরা দেশটির মুরতাদ সরকারি বাহিনীর একটি কারাগারে হামলা চালিয়েছে। এতে এক জেনারেলসহ অন্য এক কারারক্ষী নিহত হয়।

একই সূত্র মতে গত ১০ আগস্ট রাতে সশস্ত্র গোষ্ঠীর সদস্যরা জেন্ডারমারি কারাগারে একযোগে হামলা চালিয়েছিল, এসময় সশস্ত্র গোষ্ঠীর সদস্যরা জেন্ডারমারি কারাগারের সদর দফতরে আগুন ধরিয়ে দেয় এবং কারাগারে হামলা চালিয়ে তারা ৫ জন বন্দীকে মুক্ত করে নিয়ে যায়।
এর আগে গত ২ আগস্ট, সাগো রাজ্যের নিয়োনো জেলার কারাগারে দুই দফায় হামলা চালায় অজ্ঞাত বন্দুকধারীরা, এসময় তাদের হামলায় ৫ সেনা নিহত ও আরো ৫ সেনা আহত হয়েছিল।

এদিকে জুনের মাঝামাঝি সময়ে, বুকা ভের শহরের একটি কারাগারে আক্রমণ চালিয়ে ২৪ মালিয়ান সেনাকে হত্যা করা হয়েছিল। এর আগে গত ২৬শে জানুয়ারী মধ্য মালিতে দেশটির মুরতাদ বাহিনীর সোকল্লু শিবিরে আক্রমণ করা হয়েছিল, এতে ২০ সেনা নিহত হয়েছিল।

গত ১০ ও ১১ আগস্টের হামলা দুটি ব্যতিত বাকি হামলাগুলোর দায় স্বীকার করেছিল আল-কায়েদা শাখা জামা'আত নুসরাতুল ইসলাম ওয়াল মুসলিমিন। ধারণা করা হচ্ছে বাকি দুটি হামলাও আল-কায়েদা যোদ্ধারাই পরিচালনা করেছেন। কেননা তারা কৌশলগত কারণে হামলা পরিচালনার কিছুদিন পর হামলার দায় স্বীকার করে থাকেন।

এদিকে পশ্চিম আফ্রিকায় বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারী আইএস সদস্যদেরদের অবস্থানগুলোতেও হামলা চালাতে শুরু করেছেন মুজাহিদগণ। এতে এলাকা ছেড়ে পালাচ্ছে আইএস সদস্যরা। এবিষয়ে মুজাহিদদের পরিচালিত সংবাদ মাধ্যমগুলো জানায় যে, পশ্চিম আফ্রিকার দেশ মালিতে মুজাহিদদের নিয়ন্ত্রিত এলাকায় গোপনে হামলা ও জানসাধারণকে নানাভাবে হায়রানী করে আসছিল আইএস সন্ত্রাসীরা। বিশেষ করে তারা পশ্চিম মালি ও মধ্য মালির কিছু এলাকার উপর নিয়ন্ত্রণ নেওয়ার পর কুফ্ফার বাহিনীকে ছেড়ে আল-কায়েদা মুজাহিদদের এলাকায় হামলা এবং এসকল এলাকার জানসাধারণকে নানাভাবে হয়রানী করতে শুরু করেছিল সন্ত্রাসী গ্রুপটি।যার ফলে গত মাসের শেষদিকে আল-কায়েদা মুজাহিদগণ আইএস সন্ত্রাসীদের এসকল সন্ত্রাসীমূলক কর্মকান্ড দমন করতে অভিযান পরিচালনা করতে শুরু করেন।

শুধু গত ৬ আগস্টে মুজাহিদদের এক হামলায় নিহত হয় ১৪ আইএস সদস্য, মুজাহিদদের হাতে গ্রেফতার হয় আরো ২৪ আইএস সদস্য, এরপর গত ৮ আগস্ট পর্যন্ত মুজাহিদগণ আইএসদের বিরুদ্ধে অভিযান চালিয়ে পশ্চিম ও মধ্য মালি থেকে আইএসদেরকে বিতাড়িত করেন, ধ্বংস করেন আইএসদের প্রকাশ্য সকল ঘাঁটি ও অবস্থানস্থলগুলো। এসময় মুজাহিদদের হাতে নিহত ও আহত হয়েছে ডজন ডজন আইএস সদস্য। মুজাহিদগণ বন্দী করেছেন আরো অর্ধশতাধিক আইএস সদস্যকে।

এছাড়াও মালির বিভিন্ন স্থানে সার্চ অপারেশন চালিয়ে মুজাহিদগণ আইএসদের অনেক গোপন আস্তানা গুড়িয়ে দিয়েছেন, আলহামদুলিল্লাহ্। এদিকে বর্তমানে আল-কায়েদা মুজাহিদগণ নাইজার ও বুর্কিনা-ফাসোতেও আইএসদের বিরুদ্ধে অভিযান চালাতে শুরু করেছেন। এই অঞ্চলগুলো থেকেও আইএস সদস্যরা তাদের প্রকাশ্য ঘাঁটিগুলো ছেড়ে পলায়ন করতে শুরু করেছে। আশা করা যায় খুব দ্রুতই মুজাহিদগণ পশ্চিম আফ্রিকাকে আইএস সন্ত্রাসীদের ফেতনা থেকে মুক্ত করতে সক্ষম হবেন, ইনশাআল্লাহ।

ইয়ামানে কুফফারদের থেকে অনেক এলাকা দখলে নিলেন মুজাহিদীন, সামরিকযানসহ বিপুল পরিমান গনিমত লাভ

সম্প্রতিক সময় ইয়ামানে হামলা বৃদ্ধি করেছে আল-কায়েদার অন্যতম আরব উপদ্বীপ ভিত্তিক শাখা আনসারুশ শরিয়াহ্ বা (একিউএপি) এর জানবায মুজাহিদিন। ইয়ামান ভিত্তিক সংবাদ মাধ্যমগুলো বিষয়টি তুলে ধরতে উল্লেখ করছে যে, ২০১৫ সালের পর চলতি বছরের আগস্ট মাসেই অল্প সময়ে সবচাইতে বেশি অভিযান চালিয়েছে আল-কায়েদা যোদ্ধারা, এতে তারা বিজয় করে নিয়েছে অনেক এলাকা। এদিকে আল-কায়েদা সমর্থিত সংবাদ মাধ্যমগুলোর প্রকাশিত সংবাদ থেকেও এর সত্যতা মিলে, যেমন চলিত মাসের গত ৫ তারিখ একিউএপি এর জানবায মুজাহিদিন ইয়ামানের রাদা'আ রাজ্যে ইরানের মদদপোস্ট মুরতাদ শিয়া হুতী বিদ্রোহীদের টার্গেট করে সফল স্নাইপার হামলা চালিয়েছেন। যার ফলে মুরতাদ হুতী বিদ্রোহীদের ১ সৈন্য ঘটনাস্থলেই নিহত হয়েছিল।

এরপর গত ৬ আগস্ট ইয়ামানের আবয়ান রাজ্যে সৌদি সমর্থীত মুরতাদ হাদী বাহিনীর অবস্থানে সফল হামলা চালান একিউএপি এর জানবায মুজাহিদিন। এতে ২ মুরতাদ সৈন্য নিহত হয়েছিল। আহত হয়েছিল আরো কতক মুরতাদ সৈন্য।

একইদিনে দক্ষিণ ইয়ামানের আল-জাওফ অঞ্চলে অন্য একটি সফল হামলা চালান একিউএপি এর মুজাহিদিন। যার ফলে মুরতাদ হাদী বাহিনীর ২ সৈন্য নিহত এবং তৃতীয় এক সৈন্য আহত হয়েছিল। এমনিভাবে গত ৯ আগস্ট সন্ধ্যা হতে একিউএপি এর জানবায মুজাহিদিন ইয়ামানের রাদা রাজ্যের কাইফা অঞ্চলের বিভিন্ন স্থানে মুরতাদ হুতী বিদ্রোহীদের লক্ষ্য করে বড়ধরণের অভিযান চালাতে শুরু করেছেন। ১০ আগস্ট সন্ধ্যা পর্যন্ত প্রকাশিত রিপোর্ট অনুযায়ী, একিউএপি এর জানবায মুজাহিদিন কাইফা অঞ্চলের গুরুত্বপূর্ণ সাফওয়ান পর্বত ও তার আশপাশের ৫টি গ্রাম, কয়েকটি ঘাঁটি ও পাহাড় ইরানের মদদপোস্ট মুরতাদ হুতী বিদ্রোহীদের থেকে বিজয় করে নিয়েছেন। প্রাথমিক রিপোর্ট অনুযায়ী মুজাহিদগণ এই অভিযানের সময় মুরতাদ হুতী বাহিনী থেকে গনিমত লাভ করেছেন ৬টি সামরিকযান সহ বিপুল পরিমাণ অত্যাধুনিক অস্ত্রশস্ত্র ও গুলাবারুদ। এছাড়াও মুজাহিদদের হামলায় নিহত হয়েছে ২০ এরও অধিক মুরতাদ সৈন্য, আহত হয়েছে আরো বহুসংখ্যক মুরতাদ সদস্য। আর পলাতক মুরতাদ সৈন্যদের সন্ধানে সার্চ অপারেশণও চালাচ্ছেন একিউএপি এর জানবায মুজাহিদিন।

অপরদিকে মুজাহিদগণ কাইফা অঞ্চলের জী কিলাব শহরের বাকি অংশ ও তার আশপাশের এলাকা বিজয় করার লক্ষ্যে অভিযান চালাচ্ছেন। ইতিমধ্যে মুরতাদ হুতী বিদ্রোহীদের নিয়ন্ত্রণাধীন কয়েকটি এলাকাও মুজাহিদগণ চতুর্দিক থেকে ঘেরাও করে রেখেছেন। একইভাবে গত ১১ আগস্ট ইয়ামানের কাইফা শহরে ইরান সমর্থিত মুরতাদ হুতী (শিয়া) বিদ্রোহীদের উপর তীব্র হামলা চালিয়েছেন আল-কায়েদা শাখা একিউএপি এর জানবায মুজাহিদিন। কয়েক ঘন্টা যাবৎ মুরতাদ হুতী বিদ্রোহী ও আল-কায়েদা মুজাহিদদের মাঝে এই লড়াই চলতে থাকে। যার ফলে মুজাহিদদের হাতে কয়েক ডজন সৈন্য মুরতাদ হুতী বিদ্রোহী নিহত ও আহত হয়। এছাড়াও মুজাহিদদের হামলায় ধ্বংস হয়েছে মুরতাদ বাহিনীর একটি বিএমপি সামরিকযানও।